ফিরিশ্তা যাদের জন্য দুআ করেন

মানুষ আল্লাহর কাছে নিজে দুআ করে এবং অপরের কাছে দুআ পাওয়ারও আশা করে। আবার সেই ব্যক্তিত্বের কাছে দুআর বেশী আশা করা হয়, যাঁর দুআ মকবূল, যিনি অধিক পরহেযগার, যাঁর আমল অতি সুন্দর। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে পূত-পবিত্র চরিত্রের সৃষ্টি হল ফিরিশ্তা। ফিরিশ্তার কেবল পুণ্য আছে, পাপ নেই। নেক আমল আছে, কোন প্রকারের বদ আমল নেই। অতএব তাঁদের দুআ কত পবিত্র, কত গ্রহণযোগ্য তা অনুমান করা যায়।

এ সংসারে কিছু ভালো মানুষ আছে, যারা আল্লাহর ফিরিশ্তার দুআ পেয়ে থাকে। তারা হল নিম্নরূপ ঃ-

(১) যে ঈমান রাখে ও আল্লাহর কাছে তওবা করে তাঁর পথের অনুসরণ করে ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শে ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আপনি তাদেরকে (পাপ থেকে দূরে রাখুন) শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। সেদিন আপনি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, তার প্রতি আপনি তো দয়াই করবেন। আর সেটা হবে মহাসাফল্য।" *(সূরা মু'মিন ৭-৯ আয়াত)*

(২) যে ওযূ অবস্থায় রাত্রে শয়ন করে ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তার অন্তর্বাসে এক ফিরিশতাও রাত্রিযাপন করেন। সুতরাং যখনই সে জাগ্রত হয় তখনই ঐ ফিরিশতা বলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার বান্দা অমুককে ক্ষমা করে দাও, কারণ সে ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৯৪নং)*

(৩) যে নামাযের অপেক্ষা করে ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযের অবস্থাতেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে (অন্যান্য কর্ম হতে) আটকে রাখে। তাকে নামায ব্যতীত অন্য কিছু তার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে বাধা দেয় না।" *(বুখারী ৬৫৯নং, মুসলিম ৬৪৯নং)*

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এরূপ এসেছে, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে আটকে রাখে। (আগামী নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে মসজিদেই বসে থাকে।) আর সেই সময় ফিরিশতাবর্গ বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! ওর প্রতি সদয় হও।' (এই দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নামাযের স্থান ত্যাগ করেছে অথবা তার ওযু নষ্ট হয়েছে।"

(৪) যে নামাযের জামাআতে প্রথম কাতারে দাঁড়ায় ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ প্রথম কাতার ও সামনের কাতারসমূহের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাগণ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন।" *(আহমদ, সহীহ তারগীব ৪৮৯নং)*

(৫) যে নামাযের কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায় ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করেন এবং ফিরিশতাবর্গ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন, যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায়।" *(ইবনে মাজাহ, আহমদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

(৬) যে ইমামের সূরা ফাতিহা পড়ার পর 'আমীন' বলে ঃ মহানবী ﷺ বলেন, "ইমাম যখন 'গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায য়া-ল্লীন' বলবে, তখন তোমরা 'আমীন' বল। কারণ, ফিরিশ্তাবর্গ 'আমীন' বলে থাকেন। আর ইমামও 'আমীন' বলে। (অন্য এক বর্ণনা মতে) ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কারণ, যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়- (অন্য এক বর্ণনায়) তোমাদের কেউ যখন নামাযে 'আমীন' বলে এবং ফিরিশ্তাবর্গ আকাশে 'আমীন' বলেন, আর পরস্পরের 'আমীন' বলা একই সাথে হয় -তখন তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ করে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২, মুসলিম, আবূ দাউদ ৯৩২-৯৩৩, ৯৩৫-৯৩৬, নাসাঈ, দারেমী)*

(৭) যে নামাযের পর নামাযের জায়গায় বসে থাকে ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পুরুষের স্বগৃহে বা তার ব্যবসাক্ষেত্রে নামায পড়ার চেয়ে (মসজিদে) জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশি। কেন না, যে যখন সুন্দরভাবে ওযু করে কেবল মাত্র নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের পথে বের হয় তখন চলামাত্র প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তাকে এক-একটি মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তার এক-একটি গোনাহ মোচন করা হয়। অতঃপর নামায আদায় সম্পন্ন করে যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাবর্গ তার জন্য দুআ করতে থাকে; 'হে আল্লাহ ওর প্রতি করুণা বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা কর। আর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা করে ততক্ষণ যেন নামাযের অবস্থাতেই থাকে।" *(বুখারী ৬৪৭নং, মুসলিম ৬৪৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

(৮) যে এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ে ঃ মহানবী ﷺ বলেন, ফজর ও আসরের নামাযে রাত্রি ও দিনের ফিরিশ্তা একত্রিত হন। ফজরের সময় একত্রিত হয়ে রাতের ফিরিশ্তা উঠে যান এবং দিনের ফিরিশ্তা থেকে যান। অনুরূপ আসরের নামাযে একত্রিত হয়ে দিনের ফিরিশ্তা উঠে যান এবং রাতের ফিরিশ্তা থেকে যান। তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এলে?' তাঁরা বলেন, 'আমরা তাদের কাছে গেলাম তখন তারা নামায পড়ছিল এবং তাদের কাছ থেকে এলাম তখনও তারা নামায পড়ছিল, সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদেরকে মাফ করে দিন।" *(আহমাদ ৯১৪০নং, ইবনে খুযাইমা ১/১৬৫, ইবনে হিব্বান)*

(৯) যে আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পাঠ করে ঃ হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, "(হে নবী!) পৃথিবীর বুকে যে কোন মুসলিম তোমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আমি তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করব এবং আমার ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য ১০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৬৬২নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর যত দরূদ পাঠ করবে, ফিরিশ্তা তার জন্য তত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। সুতরাং বান্দা চাহে তা কম করুক অথবা বেশী করুক।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৬৬৯নং)*

(১০) যার জন্য তার কোন ভাই তার পিছনে দুআ করে এবং যে তার কোন ভায়ের জন্য তার পিছনে দুআ করে ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোনও মুসলিম বান্দা যখন তার অনুপস্থিত কোন ভায়ের জন্য দুআ করে, তখনই ফিরিশ্তা বলেন, 'আর তোমার জন্যও অনুরূপ।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, "অনুপস্থিত ভায়ের জন্য মুসলিমের দুআ কবুল করা হয়। তার মাথার কাছে নিযুক্ত এক ফিরিশ্তা থাকেন। যখনই সে তার ভায়ের জন্য কোন মঙ্গলের দুআ করে, তখনই উক্ত ফিরিশ্তা বলেন, 'আমীন, আর তোমার জন্যও অনুরূপ।" *(মুসলিম ২৭৩২নং)*

(১১) যে সৎপথে নিজের অর্থ-সম্পদ দান করে ঃ মহানবী ﷺ বলেন "বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফিরিশ্তা (আসমান হতে) অবতরণ করে ওঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।" *(বুখারী ১৪৪২ নং, মুসলিম ১০১০ নং)*

(১২) যে রোযাদার সেহরী খায় ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সেহরী খাওয়াতে বর্কত আসে। সুতরাং তোমরা তা খেতে ছেড়ো না; যদিও তাতে তোমরা এক ঢোক পানিও খাও। কেননা, যারা সেহরী খায় তাদের জন্য আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তা দুআ করতে থাকেন।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৩৬৮৩নং)*

(১৩) যে কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেয় ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন করে সেই) ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহ্বানকারী আহ্বান করে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ১৬৩৩ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যায় তখনই তার সহিত ৭০ হাজার ফিরিশ্তা বের হয়ে সকাল পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি সকালবেলায় রোগীকে দেখা করতে আসে সে ব্যক্তির সহিতও ৭০ হাজার ফিরিশতা বের হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" *(আহমদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৫৭১৭ নং)*

(১৪) যে কোন মরণোন্মুখ রোগীর সামনে ভালো কথা বলে ঃ মহানবী ﷺ বলেন, যখন তোমরা কোন রোগী বা মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকবে, তখন ভালো কথাই বলো। কেন না, তোমরা যা বলবে তার উপর ফিরিশ্তাবর্গ 'আমীন-আমীন' বলবেন।" *(মুসলিম, তিরমিযী প্রমুখ)*

(১৫) যে মানুষকে ভালো জিনিস শিক্ষা দেয় ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকটে দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল; একজন আবেদ, অপরজন আলেম। তিনি বললেন, "আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা ততগুণ, যতগুণ তোমাদের কোন নিম্নমানের ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদা রয়েছে।" অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাবর্গ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসী, এমন কি পিপিলিকা নিজ গর্তে, এমনকি মৎস্য পর্যন্তও মানুষকে সৎশিক্ষাদানকারী শিক্ষকের জন্য দুআ করে থাকে।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৭৭নং)*

দ্বীনী ইলমের নির্ভেজাল শিক্ষার জন্য আপনার মাদ্রাসাকে সাহায্য করুন।
ঠিকানাঃ- পোঃ পিচকুরি, জেলাঃ বর্ধমান, পঃবঃ ৭১৩১২৮ ফোনঃ ০৩৪৫২২৫০২২৫